তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৯

**প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছে সরকার**

 **---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ, (১২ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকার কাজ করছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (বিএসওএবি) আয়োজিত ‘হেয়ার এন্ড বিউটি ফেস্ট-২০২৪’ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এখন গ্রাম পর্যায়েও বিউটি সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলছে। বিউটি সার্ভিস এখন আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বলেন, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী আর তাদের ছাড়া দেশকে কখনো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভাব হবে না। তাই নারী উদোক্তাদের সহায়তা করলে এদেশের নারীরা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক হবে।

দীপু মনি বলেন, হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ফেস্ট সৃজনশীলতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রচারে শিল্পের প্রতিশ্রুতির উদাহরণস্বরূপ। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যা সৌন্দর্যকে উদ্‌যাপনের পাশাপাশি ক্ষমতায়ন, ভোক্তা অধিকার এবং নৈতিক মূল্যবোধের ওপর জোর দিচ্ছে। তিনি বলেন, বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ সফল উদ্যোক্তা কাজ করছে। পাশাপাশি নারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ও বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (বিএসওএবি) এর সভাপতি কানিজ আলামস খান।

#

জাকির/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২২৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৮

**স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সাথে এডিবি’র উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের বৈঠক**

ঢাকা, ২৯ মাঘ, (১২ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সাথে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। পরামর্শক দলে ছিলেন সাউথ এশিয়ার ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালক তাকেও কনিশি, এডিবি’র বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন জিনটিংসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর প্রধানগণ। সাক্ষাৎকালে উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা, এডিবি’র পোর্টফোলিওর মূল বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়কে আরো নিবিড়ভাবে সহায়তা করার লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের জন্য একটি শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় বলে জানান।

প্রতিনিধিদল এই সময় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় কী ধরনের প্রকল্প নেওয়া সম্ভব, আন্তসম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য পৌরসভা বন্ড চালু করণের সম্ভবতা, গ্রামীণ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ, নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনিয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া রাজধানী ঢাকার চারপাশে নদীগুলোর নাব্যতা রক্ষা এবং নৌ যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় নদীর দূষণ, দখল ও নাব্যতা রক্ষায় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ আর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২১৭ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর মধ্যে ১০ টি প্রকল্প এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সহায়তার পরিমাণ ২২৩৫৫.৭১ কোটি টাকা। এডিবি চলমান দ্রুত নগরায়ন এবং মৌলিক নগর অবকাঠামোর জন্য অগ্রাধিকার বিবেচনা করে বড় শহরগুলোতে জল সরবরাহ, স্যানিটেশন (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং শহরগুলোকে আরো বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সহায়তা করতে প্রস্তুত বলে সাক্ষাৎকালে জানানো হয়। ‘মডেল’ শহর গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এডিবি’র আগ্রহ রয়েছে বলেও এ সময় উল্লেখ করেন৷

এদিকে, পরবর্তীতে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক জলবায়ু সমঝোতা বিষয়ক এম্বাসাডর স্টেফান ক্রুজাটের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপে এবং ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি) এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা শেষে এ সম্পর্কিত প্রকল্পে বিনিয়োগে ফ্রান্সের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনটি প্রকল্পে ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি) অর্থায়ন করেছে যার পরিমাণ ১৫৪১৫.০৯ কোটি টাকা।

#

হেমায়েত/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২২৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৭

**নেতৃত্বের পরিবর্তন ছাড়া বিএনপির রাজনীতি আর কখনো সচল হবে না**

**সাবেক এমপি মোছলেম উদ্দিন এর স্মরণসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, নেতৃত্বের পরিবর্তন ছাড়া আপনাদের এই দল এবং রাজনীতি আর কখনো সচল হবে না। তিনি বলেন, 'বসে যাওয়া পুরাতন গাড়ির মতো বিএনপিকে দেশি-বিদেশি অনেকে ঠেলেও স্টার্ট দিতে পারেনি। বিএনপি’র এই পুরাতন গাড়ি স্টার্ট দিতে হলে ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে। কিন্তু তাদের ড্যাম হয়ে যাওয়া ব্যাটারিও থাকে লন্ডনে। এই ব্যাটারি ফেলে না দিলে বিএনপির রাজনীতির গাড়ি আর কখনো স্টার্ট হবে না।'

আজ চট্টগ্রামের বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ মাঠে দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের প্রয়াত সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মোছলেম উদ্দিন আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বোয়ালখালী উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনার সরকারকে সারাবিশ্বের অভিনন্দন দেখে বিএনপি কয়দিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিল মন্তব্য করে হাছান বলেন, 'এ পর্যন্ত ৭০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। জো বাইডেন চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, বাংলাদেশ সরকারের সাথে তারা কাজ করতে চায়। তার ক’দিন পরে ঋষি সুনাক-ও চিঠি দিয়েছেন অভিনন্দন জানিয়ে। জাতিসংঘের মহাসচিবও চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইউরোপিয়ান কমিশনের সবাই অভিনন্দন জানিয়েছেন। এতো অভিনন্দন বার্তা ইতিপূর্বে কখনো আসেনি। সমস্ত পৃথিবী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে, এবং এই সরকারের সাথে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। আর এগুলো দেখে মাথা খারাপ হয়ে বিএনপি কয়দিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিল, কি করবে বুঝতে পারেনি।'

বিএনপির লিফলেট কর্মসূচি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আপনারা লিফলেট বিতরণ করেন, পেট্রোল বোমা বিতরণ করতে যাবেন না। সেটা যদি করেন উচিত শিক্ষা আপনাদেরকে দেওয়া হবে। দলের তরুণ কর্মীদের বলবো, বিএনপির কারা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা করে, সেটা খুঁজে বের করুন। আমরা তাদেরকে এই কাজ করতে দেব না।'

প্রয়াত এমপি মোছলেম উদ্দিন আহমেদ একজন কর্মী থেকে নেতা হয়ে ওঠা মানুষ উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান বলেন, মিছিলের পেছনের সারির কর্মী থেকে তিনি নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছিলেন। একজন কর্মী কীভাবে নেতা হতে পারেন সেটির উদাহরণ তিনি। আজকের নতুন প্রজন্ম যারা ৩০ বছর বয়স, তারা জানে না বিরোধী দল কি, বিরোধী দলে থাকতে আমাদের কি যন্ত্রণা হয়েছিল, সেটি অনেকে বুঝতে পারে না।

সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপড়ে ফেলে, জিয়া-এরশাদের দমন-পীড়ন-রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোছলেম উদ্দিনের মতো যারা জননেত্রী শেখ হাসিনার ভ্যানগার্ডকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আজকে ধীরে ধীরে তাদের অনেকে প্রয়াত হয়েছেন, ভারাক্রান্ত স্বরে বলেন হাছান।

বোয়ালখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক উপজেলা চেয়ারম্যান রেজাউল করিম রাজা’র সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি, চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবদুস ছালাম, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দাশ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আব্দুল কাদের সুজন প্রমুখ।

#

আকরাম /ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২২১০ ঘণ্টা

s

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৬

**দীর্ঘ অপেক্ষার পর চালু হলো রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে পণ্যবাহী যান চলাচল**

রাজশাহী, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

 বাংলাদেশ ও ভারতের নৌ প্রটোকলের আওতায় চালু হলো রাজশাহীবাসীর দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত সুলতানগঞ্জ পোর্ট অভ্ কল এবং সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথ।

 আজ বাংলাদেশ অংশের সুলতানগঞ্জে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে এ নৌপথটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমোডর আরিফ আহমেদ মোস্তফা। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইডব্লিউটিএ’র যুগ্মসচিব সেলিম ফকির। এ উপলক্ষ্যে সুধী সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

 সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব প্রতিদিনই নতুন উচ্চতা পাচ্ছে। সুলতানগঞ্জ-মায়া নতুন নৌপথটি তারই প্রতিফলন। তিনি বলেন, আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান হলো পাথর। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মাত্র ৫ শতাংশ পাথর পাওয়া যায়। বাকি ৯৫ ভাগই ইইউ, ভিয়েতনাম, ওমান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভারত থেকে আনতে হয়। দূরবর্তী ওই দেশগুলো থেকে মাদার ভেসেলের মাধ্যমে সমুদ্র বন্দর দিয়ে পাথর আমদানি করতে প্রতি মেট্রিক টনে প্রায় ২০ মার্কিন ডলার খরচ হয়। ভারত থেকে কয়েকটি স্থল-বন্দর দিয়ে সিএন্ডএফ এর মাধ্যমে পাথর আমদানিতে খরচ হয় ১৩ মার্কিন ডলার আর সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে আমদানি করলে খরচ ৮/৯ মার্কিন ডলারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

 শুষ্ক মৌসুমে এই নৌপথটির নাব্যতা চ্যালেঞ্জ থাকলেও মাত্র ২০ কি.মি. দূরত্বের সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে সারাবছরই স্বল্প নাব্যতার নৌযান দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন, রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী, রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান আসাদ, রাজশাহী-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল কালাম আজাদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল ওদুদ ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা।

 উল্লেখ্য, পদ্মা ও মহানন্দা নদীর মোহনায় অবস্থিত রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সুলতানগঞ্জ হতে ভারতের মুর্শিদাবাদের মায়া নৌবন্দর পর্যন্ত পণ্যবাহী নৌযান চলাচলের জন্য এ নৌপথটি তৈরি করা হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে বাণিজ্য চালু ছিল। পরে নৌপথটি বন্ধ হয়ে যায়।

#

তৌহিদ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২২০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৫

**শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর**

বরিশাল, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার দিকে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধিশালী স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে কাজ করে যাচ্ছেন। আজকের তরুণরাই হবে ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের কর্ণধার। এজন্য এখন থেকেই নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

 আজ বরিশাল জিলা স্কুল এর ১৭০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন, তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকেই গঠনমূলক কর্মকাণ্ড করতে হবে। তোমরা যদি সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের গড়ে তুলতে পারো, তাহলেই তোমরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কর্ণধার হতে পারবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ার। কিন্তু আমরা জনসাধারণ যদি শারীরিকভাবে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারি তাহলে এটা সোনার বাংলা হবে না, রুগ্ন বাংলা হবে। সুতরাং সোনার বাংলা গড়তে হলে আমাদের প্রতিটি নাগরিককে শরীরের দিকে নজর দিতে হবে। আর এজন্যই সরকার খেলাধুলার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে।

 জাহিদ ফারুক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের তরুণ উদ্যোক্তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি-এ চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নাগরিক সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দুর্নীতিমুক্ত, কাগজবিহীন, আন্তঃসংযুক্ত ও আন্তঃক্রিয়াশীল একটি স্মার্ট সরকারের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

 বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পাপিয়া জেসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরিশাল আঞ্চলিক উপপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন, বরিশালের জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডঃ লস্কর নুরুল হক ও বরিশাল মহানগর আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ মাহমুদুল হক।

#

গিয়াস/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৪

**জিআই হিসেবে অনুমোদন পেল আরো ৪ পণ্য**

**বাংলাদেশে অনুমোদিত জিআই পণ্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮টি**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

আজ আরো ৪টি পণ্যকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে অনুমোদন দিয়ে জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। পণ্য ৪টি হলো- রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম, মৌলভীবাজরের আগর, মৌলভীবাজারের আগর আতর এবং মুক্তগাছার মন্ডা। এ নিয়ে বাংলাদেশে অনুমোদিত জিআই পণ্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮টি।

সম্প্রতি অনুমোদিত ৩টি পণ্য টাঙ্গাইল শাড়ি, নরসিংদীর অমৃতসাগর কলা ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লার অনুমোদনের কপি ও জার্নাল গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা। এতে জিআই পণ্যের সংখ্যা হয় ২৪টি।

২০১৬ সালে জামদানি শাড়িকে বাংলাদেশে প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এরপর স্বীকৃতি পায় আরো ২০টি পণ্য। সেগুলো হলো-**বাংলাদেশ ইলিশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম, বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুর কাটারিভোগ, বাংলাদেশ কালিজিরা, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক, ঢাকাই মসলিন, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম,** **বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি, বাংলাদেশের শীতল পাটি, বগুড়ার দই, শেরপুরের তুলশীমালা ধান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম, চাঁপাই নবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা।**

এছাড়া আরো ২টি পণ্য জিআই পণ্য হিসেবে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেগুলো হলো জামালপুরের নকশি কাঁথা এবং যশোরের খেজুর গুঁড়। আগামী সপ্তাহে এই দু’টো পণ্যের জার্নাল প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০০৩ সালে বাংলাদেশে এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে একে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) নামে অভিহিত করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ফলে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ পাস হয়। এর দুই বছর পর ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।

#

মাহমুদুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩৩

**বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে আরো বৈচিত্র্য আনতে হবে**

 **---জাহাঙ্গীর কবির নানক**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে আরো বৈচিত্র্য আনতে হবে। ক্রেতা আকৃষ্ট হয় এমন ডিজাইন উদ্ভাবন করতে হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক।

আজ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারে (জেডিপিসি) বহুমুখী পাটজাত পণ্য প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক গোপাল চন্দ্র দাশসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাট ও পাটজাত পণ্যের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের গর্বের পাট অনেকটা হারিয়ে গিয়েছিল। জুট মিলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জুটমিলের সাথে সম্পৃক্ত হাজার হাজার কর্মকর্তা, শ্রমিকরা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আদমজির মতো জুটমিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। সরকার সেগুলো সচল রেখেছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে তিনি সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, পাটের ব্যবহার বহুমুখী করে তৈরি করা হচ্ছে শাড়ি, জুতা, ব্যাগ, পর্দার কাপড়, বেড কভার ইত্যাদি। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে পাটের তৈরি সোনালি ব্যাগ তৈরি করতে পেরেছে। পাট থেকে সোনালি ব্যাগের উৎপাদন কতদ্রুত করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমেই পাটশিল্পকে লাভজনক করা সম্ভব হবে।

নানক বলেন, পাটশিল্পে বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য যা যা করণীয় তাই করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ইতেমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এখন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সম্প্রতি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত আম্বিয়ান্তে ফেয়ারে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ ছাড়াও সেখানে বিভিন্ন দেশের পাটজাত পণ্যের ডিজাইন ও নিউ ট্রেন্ড দেখেছি। আমাদের অনেক উদ্যোক্তা চমৎকার পরিবেশবান্ধব পণ্যসামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণ করেছে।’

#

সৈকত/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩২

**পাটের উৎপাদন বেড়েছে ৩৩ লাখ বেল; জিনোম সেন্টারকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের পাটবান্ধব নীতির কল্যাণে বিগত ১০ বছরে পাটের উৎপাদন বেড়েছে ৩৩ লাখ বেল। ২০১৫ সালে যেখানে ৫১ লাখ বেল পাট উৎপাদন হতো, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে পাট উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৪ লাখ বেল। এর মধ্যে প্রায় ৪৩ লাখ বেল পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা আয় হয়েছে।

আজ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে ‘পাট গবেষণায় জিনোম সেন্টারের সাফল্য ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য ২০০৯ সালে পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং এর কার্যক্রম শুরু করান এবং জিনোম সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ২০১০ সালে বিশ্বে সর্বপ্রথম পাটের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয়। জীবন রহস্য উন্মোচনের ফলে দেশে চাষোপযোগী উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর দেশের মাটিও পাট চাষের জন্য খুবই উপযোগী। কাজেই পাটের উৎপাদন বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে।

বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, পাটের উৎপাদন আরো বাড়াতে উচ্চফলনশীল জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। এলক্ষ্যে গবেষণায় আরো মনোযোগী হতে হবে এবং জিনোম সিকুয়েন্সিং ল্যাবের পুরোপুরি ব্যবহারে আপনাদেরকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কাজ চলছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমরা এখনো পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারিনি। চাহিদার সিংহভাগ ভারত থেকে আমদানি করতে হয়। সেজন্য পাটবীজের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে, পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং কম জমিতে অধিক পরিমাণ পাট উৎপাদনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার।

মন্ত্রী বলেন, পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। পাটের আঁশের বহুমুখী ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে জিওটেক্সটাইলের অভ্যন্তরীণ বাজার প্রায় ৭০০ কোটি টাকার। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়ে নানা কাজে 'মেটাল নেটিং' বা পলিমার থেকে তৈরি সিনথেটিক জিওটেক্সটাইলের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ও উৎকৃষ্ট জুট জিওটেক্সটাইলের কদর বাড়ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ থেকে পাটকাঠির কালো ছাই বর্তমানে চীন, তাইওয়ান, জাপান, হংকং ও ব্রাজিলে রপ্তানি হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব রেহানা পারভীন, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আব্দুল আউয়াল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩১

**মিয়ানমার ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

মিয়ানমার থেকে তাদের সেনাদের ফিরিয়ে নিতে জাহাজ আসার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জাহাজটি কখন ভিড়বে সেটি টেকনিক্যাল পার্ট। আমরা সম্মত তারা তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এটা খুব সহসা হবে।

মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি ও তাদের সাথে কিছু সেনা যারা এসেছে, তারা রোহিঙ্গা গণহত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কি-না সেটি তদন্ত করার দাবি উঠেছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আপাতত তাদের ফেরত পাঠানো নিয়েই কাজ করছি। কারণ সেটিই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার এবং মিয়ানমারও তাদের নিয়ে যেতে চায়। আমরা সেটি নিয়েই কাজ করছি।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য আরাকান আর্মি দখল করেছে, বান্দরবানের মিয়ানমার সীমান্তে তারা টহল দিচ্ছে সেটি দেশের নিরাপত্তা নিয়ে সংকট তৈরি করবে কি-না জানতে চাইলে মন্ত্রী হাছান বলেন, মিয়ানমারে যেটি ঘটছে সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাদের নিরাপত্তা চৌকি কে পাহারা দিচ্ছে সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাদের অভ্যন্তরীণ গন্ডগোলের কারণে এখানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক সেটি আমরা কখনো চাই না। আমাদের এখানে তাদের শেল এসেছে পড়েছে, দুইজন নিহত হয়েছে। সেটি নিয়ে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে আমরা কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছি।

রাখাইনের রাজধানী সিত্তে থেকে বাংলাদেশ কনসুলেটের কূটনীতিকদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি।

বিএনপি বলেছে মিয়ানমার ইস্যুতে সরকার তথ্য গোপন করছে -এ নিয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিএনপি তো বক্তব্য দিয়ে তাদের দলের অস্তিত্ব জানান দিতে চায়। এখানে মিয়ানমারের যতজন সদস্য আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে সে বিষয়ে আমরা সময়ে সময়ে গণমাধ্যমকে অবহিত করেছি। এখানে লুকোচুরি করার প্রশ্নই আসে না। তাদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি খুব সহসা তাদের ফেরত পাঠাতে পারব। তিনি বলেন, বিএনপি এসব বক্তব্য ও নানা কর্মসূচি দিয়ে তাদের হতাশা কাটানোর চেষ্টা করছে। আমরা চাই তারা গণতান্ত্রিক কর্মসূচির মধ্যে থাকবে। সরকারের প্রতিবাদ তারা করতেই পারে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে তাদের অগ্নিসন্ত্রাস আর করতে দেয়া হবে না।

নাফ নদীর তীরে অনেক রোহিঙ্গা অপেক্ষা করছে, তাদের জন্য বর্ডার খুলে দেওয়া হবে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন রেখে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের দেশে রোহিঙ্গা আছে ১.২ মিলিয়ন। এখন রোহিঙ্গাদের কারণে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। যেমন পরিবেশগত সমস্যা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, মাদকজনিত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের পক্ষে কি আরো রোহিঙ্গা আশ্রয় দেওয়া সম্ভব? আর মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিয়েই সংঘাত চলছে তা নয়। তাদের মধ্যে নানা জাতিগোষ্ঠী আছে। তাদের মধ্যে নানা সমস্যা চলছে। সেই সংঘাতের উত্তাপের কারণে আমাদের দেশে আমরা নানা ধরনের সমস্যায় পড়ব সেটি কি সঙ্গত?

মিয়ানমার ইস্যুতে ভারত সফরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমারে এখন যে সংঘাত চলছে সেই সংঘাতের কারণে আমাদের অঞ্চলে যে সংকট তৈরি হয়েছে, নিরাপত্তা সংকট তৈরি হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে যেসব রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের নাগরিক অধিকার দিয়ে সেখানে ফেরত নেওয়ার বিষয়ে ভারতের সহায়তা কামনা করেছি।

মিয়ানমার ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশ কীভাবে একসাথে কাজ করবে-এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাছান বলেন, আমরা তাদের সাথে বর্ডার শেয়ার করি। সুতরাং মিয়ানমারে যদি কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তাহলে সেটি আমাদের দেশকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন করে তাদেরকেও উদ্বিগ্ন করে। সুতরাং দুই দেশেরই যেহেতু উদ্বেগ প্রতিবেশীকে নিয়ে তাই আমাদের একসাথে কাজ করার অনেক বিষয় তো রয়েছে।

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২০১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৩০

**রমজানের আগে ভারতকে পেঁয়াজ ও চিনি রপ্তানি অনুরোধ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফরের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানান, ‘৯ ফ্রেবুয়ারি দিল্লিতে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়ালের সঙ্গে বৈঠকে রমজানের আগে ভারতকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং ১ লাখ মেট্রিক টন চিনি রপ্তানি করতে অনুরোধ করেছি। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী সেটা ভালোভাবে নিয়েছেন। এর আগে তারা ২০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং ১০ হাজার মেট্রিক টন চিনি রপ্তানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ড. হাছান বলেন, ‘আমরা অনেক ভোগ্যপণ্যের জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে, পেঁয়াজ, চিনি, ডাল এসব এবং মসলা জাতীয় কিছু পণ্য। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি তাকে বলেছি, এসব ভোগ্যপণ্যে যেন বিশেষ কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যাতে কমপক্ষে আমরা তাদের থেকে এসব পণ্য সঠিক মূল্যে এবং আমাদের প্রয়োজনে ইমপোর্ট করতে পারি।’

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৯

**বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের**

**ভূয়সী প্রশংসা করেছে ভারত: দিল্লি সফর শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ভারতের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানব উন্নয়নের সকল সূচকে আমাদের যেমন অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে এর সাথে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে আজ আমরা বিশ্বে পঞ্চম ও এশিয়া-ওশানিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়- ভারতের নেতারা যেমন এ অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন তেমনি একসাথে কাজের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম দ্বিপক্ষীয় তিন দিনের সফরে ভারতে যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান। সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংলি (Reto Renggli) এবং ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েন্টসিলের (Rinchen Kuentsyl) সাক্ষাৎ শেষে দিল্লি সফর বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ কথা জানান।

ড. হাছান জানান, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে বৈঠকে সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্রের বদলে 'নন-লেথাল উইপন' ব্যবহার, মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা ইস্যু, নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বিশেষত: ২০২৬ সালে গঙ্গা চুক্তি নবায়ন, তিস্তার পানিবণ্টন, মানুষে-মানুষে যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি, মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা ইস্যুসহ নানা সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সফরের প্রথম দিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সাথে ও শেষ দিনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর এবং রাজ্যসভার লিডার অভ দ্য হাউস এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়ালের সাথে বৈঠকের বিষয়ে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান।

পাশাপাশি সফরের দ্বিতীয় দিন দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন, নয়াদিল্লির বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এক দশক’ শীর্ষক একক বক্তৃতা দান, প্রেসক্লাব অভ ইন্ডিয়া এবং 'ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অভ্ সাউথ এশিয়া'তে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

দিল্লি থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশন আয়োজিত অভ্যর্থনায় সেখানে উপস্থিত সুশীল সমাজ প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবর্গ ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপের কথাও জানান ড. হাছান।

**ভারতের রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ**

৯ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশটির রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘ভারতের রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছি। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর কাজ চলছে।’

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৯৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৮

**লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড সমৃদ্ধ করে অবিলম্বে বিতরণ শুরু করতে হবে**

 **--- পরিবেশমন্ত্রী**

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, কপ-২৮ এর লস ও ড্যামেজ তহবিলের সাফল্য নির্ভর করবে এর পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ এবং কত দ্রুত তা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের কাছে বিতরণ করা যায় তার উপর। তিনি বলেন, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান তীব্র চাহিদা মোতাবেক কপ-২৮ এর জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতিসমূহকে উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হবে।

 আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠানরত ‘ডেলিভারিং দ্য ইউএই কনসেনসাস গ্লোবালি: ফ্রম অ্যাগ্রিমেন্ট টু অ্যাকশন’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, ক্লাইমেট ফাইন্যান্সিং এর একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ অপরিহার্য। তিনি বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গ্লোবাল স্টকটেকের ফলাফল বাস্তবায়ন করতে হবে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। তিনি বলেন, প্রশমন কর্মকাণ্ড এবং জাস্ট ট্রানজিশন পাথওয়ের কর্মকাণ্ডগুলোকে ২০২৪ সালে জিএসটি ফলাফল বাস্তবায়ন এবং প্যারিস চুক্তির উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে অবদান রাখতে সহায়তা করবে এমন ক্রিয়াকলাপগুলো অব্যাহত রাখতে হবে।

 সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে গৃহীত ঐকমত্য অনুযায়ী উচ্চাভিলাষী ফলাফলকে বাস্তবায়ন করতে হবে যা ১ দশমিক ৫ সেন্টিগ্রেড এবং আমাদের বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ সদস্যদের চাহিদার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কপ-২৮ থেকে গ্লোবাল স্টকটেক সিদ্ধান্ত ২০২৪ এর জন্য ফলো-আপ টাস্কগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে যা সময়মতো বাস্তবায়ন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু কর্মের অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

 কপ-২৮ এর প্রেসিডেন্ট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশেষ দূত ড. সুলতান আল জাবের, আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিভা, জর্ডানের পরিবেশমন্ত্রী মুয়াবিহ রাদাইদেহ, UNFCCC-এর নির্বাহী সচিব সাইমন স্টিয়েল এবং কপ-২৯ এর প্রেসিডেন্ট ডেজিগনেট ও আজারবাইজানের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী মুখতার বাবায়েভ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সেশনটি পরিচালনা করেন সিএনএন’র উপস্থাপক বেকি অ্যান্ডারসন।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০২৫ ঘণ্টা

Handout Number : 2927

**Loss and Damage Fund should be adequately capitalized and disbursed immediately
 ---  Environment Minister**

Dubai, UAE, 12 February:

 Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said, the success of Loss and Damage Fund of COP28 hinges on its adequate capitalization and how promptly funds thereof can be disbursed to communities most impacted by loss and damage. He also said the pledges on climate finance during COP28 need to be significantly built upon during this year to respond to the increasingly acute needs of the most vulnerable countries.

 Environment Minister said this in a pivotal session in the World Government Summit ‘Delivering the UAE Consensus Globally: From Agreement to Action' held on 12 February in Dubai, UAE.

 Environment Minister further said it is essential to agree on a definition of climate finance and we must also ensure that the New Collective Quantifiable Goal is designed to deliver scaled-up financing aligned with needs and scientific assessment – for mitigation, adaptation and loss and damage.

  Saber said, we must ensure there is appropriate follow up and accountability in the implementation of GST outcomes.  Any potential loopholes must be closed and our focus must be on actions that are strictly 1.5C aligned. For the first time in around three decades of the COP process, the UAE Consensus, under the able leadership of the UAE, yielded concrete commitments from nations around the world on transitioning away from fossil fuels. Likewise, the success on Global Stocktake outcome, with strong recognition of achieving 1.5°C and significant gaps on climate finance, will rely on countries’ commitments to the outcome and prompt action to address the ambition and implementation gaps to 1.5C.

 Environment Minister said, other crucial areas such as the mitigation work programme and the work programme on just transition pathways need to step up in 2024 to contribute to implementation of the GST outcomes and deliver activities that will contribute to realizing the objectives of the Paris Agreement and fostering inclusive climate action implementation.

 Saber Hossain Chowdhury said the focus now is on delivery of the UAE Consensus and translating its ambitious outcomes into tangible implementation that aligns fully with 1.5C and the needs of the most climate vulnerable members of our global community.  The Global Stocktake decision from COP28 has set a list of follow-up tasks for 2024 which will be crucial to guide timely implementation and for tracking progress on climate action to ensure accountability.

 CoP 28 president & UAE special envoy to climate change Dr. Sultan Al Jaber, Managing Director of the IMF Kristalina Georgieva, Minister of Environment of Jordan Muawieh Radaideh, Executive Secretary of the UNFCCC Simon Stiell, COP29 Predident Designate and Minister of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Mukhtar Babayev also spoke on the occasion. The session was moderated by CNN Presenter Becky Anderson.

#

Dipankar/Faisal/Shafi/Rafiqul/Joynul/2023/1945 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৬

**কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদানে আগ্রহ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 অবকাঠামো নির্মাণে দক্ষ জনবল তৈরি ও নির্মাণশিল্পের সাথে জড়িতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) ঘধৎফরধ ঝরসঢ়ংড়হ।

 আজ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর সাথে সচিবালয়ে সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার এ আগ্রহের কথা জানান।

 অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার বলেন, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয়। এর সাথে পরিবেশ সুরক্ষা ও ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয় সামনে রেখে কাজ করতে হয়। ফলে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অস্ট্রেলিয়ার সরকার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের সংক্ষিপ্ত মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদানের আহ্বান জানান। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্য তিনি ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। মন্ত্রী পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে পরিকল্পিত উন্নয়নের স্বার্থে তার পরামর্শ ও প্রস্তাব সাদরে গ্রহণের আশ্বাস দেন।

 একই দিন মন্ত্রণালয়ে গৃহায়ন মন্ত্রীর সাথে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তারা দেশের আবাসন খাতে বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যা থেকে উত্তরণে বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ সুপারিশ ও পরার্মশসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে প্ল্যানারদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উল্লেখ করলে মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো এবং সকল উন্নয়ন প্রকল্পে প্ল্যানার ও পরিবেশবিদ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

 আলাপকালে মন্ত্রী দেশের নগরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পর্কে তার গৃহীত পদক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানান। এক্ষেত্রে সিপিডি ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সুপারিশ ও প্রস্তাবসমূহ তিনি সক্রিয় বিবেচনার আশ্বাস দেন।

 সাক্ষাৎকালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৫

**ভাষাশহিদ স্মরণে জিপনের বিশেষ প্যাকেজ**

**ঘোষণার নির্দেশ দিলেন টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 মহান ভাষাশহিদ স্মরণে বিটিসিএল এর ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ জিপন এর জন্য বিশেষ সাশ্রয়ী প্যাকেজ তৈরি ও তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভায় ভাষাশহিদ স্মরণে বিশেষ জিপন প্যাকেজ বাস্তবায়নের এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

 সভায় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, এডিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় ইনডেক্সে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে নাম্বার ওয়ান হিসেবে দেখতে চাই। প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে অর্থবছরের প্রথম দিন থেকে আমাদের ইনডেক্সের উপরে থাকতে হবে। জাতীয় বাস্তবায়ন অগ্রগতি থেকে কোন অবস্থাতেই নীচে থাকা যাবে না। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থবছরকে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম তিন মাস পর যে প্রকল্পে যত খরচ করতে পারবে সে অনুযায়ী পরবর্তী তিন মাসের বরাদ্দ। তিনি বলেন, আমি ভালো কাজের ভালো ফল দেখতে চাই। চ্যালেঞ্জ নিতে না পারলে কোন কাজেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

 জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের মেধাবী ও সাহসী পরিকল্পনা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চারটি মূল পিলার হচ্ছে যথাক্রমে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই চারটি পিলার শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে আগামী ৫ বছরে মন্ত্রণালয় কী করবে তিনটি ধাপে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা তিনটি খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সেটি হচ্ছে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

 সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বিটিআরসি, ডাক অধিদপ্তর, বিটিসিএল, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড, টেলিটক এবং টেশিস সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন সংস্থা প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় টেলিযোগাযোগ বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এছাড়া চলমান প্রকল্পসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 সভায় ডাক, ও টেলিযোগাযোগ সচিব জুনের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

 শেফায়েত/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৪

**স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেক এবং সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আজিজুর রহমান।

 প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের তথ্য চাওয়া, পাওয়া, প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সাবলীল প্রবেশের এবং এর প্রয়োগে উপকারভোগী হওয়ার আবশ্যিক ও আইনি স্বীকৃতি মিলেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে। তথ্য অধিকার আইন তথ্য গোপনের সংস্কৃতিকে সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তথ্য জানার বিষয়টি নিশ্চিত করে। একটি সুশাসনভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিপূর্ণ দেশ গড়ে তুলতে অবশ্যই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সকলকে অবগত থাকতে হবে। প্রত্যেককেই স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।

 এসময় তিনি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও সঠিক তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

#

লিটন/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২৩

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের**

**দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালক তাকেও কনিশি (Takeo Konishi) সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনাকালে এডিবি’র মহাপরিচালক এনার্জি ট্রাঞ্জিশনে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ বাড়ানো, ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল, জ্বালানি দক্ষতা ও সোলার ইরিগেশন রোডম্যাপ বাস্তবায়নে অর্থায়ন, আঞ্চলিক আন্তঃসংযোগ ও প্রকল্পের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী এডিবি’র মহাপরিচালককে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের এডিবি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিত। পাওয়ার মার্কেট তৈরি করতে এডিবি সাহায্য করতে পারে। যার মাধ্যমে প্রয়োজনমতো বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। শীতকালে নেপাল বা ভুটানে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা যেতে পারে। তাছাড়া ভবিষ্যতে আমাদের প্রায় ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। জ্বালানির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করার জন্য একজন ভালো পরামর্শক প্রয়োজন। এডিবি এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারে। আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সরকারের ভর্তুকি কমাতে বন্ড ইস্যু করা হচ্ছে। ১৩ লক্ষ ডিজেল পাম্প সোলার পাম্পে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তির প্রসার ও কমন ডাটা সেন্টার নির্মাণে একযোগে কাজ করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ খাতে ৭টি প্রকল্পে ২.৫৭ বিলিয়ন ডলার এডিবি’র অর্থায়ন রয়েছে। ২০২৩ সালে ৩৬০ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের ২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে এডিবি’র অর্থায়নে ৩টি প্রকল্প চলমান এবং ৫টি প্রকল্প প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইডিমন গিনটিং (Edimon Ginting) উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/রেজাউল/২০২৪/১৯৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২২

**বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে কানাডাসহ তিন দেশের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)’র সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে কানাডার হাইকমিশনার Dr. Lilly Nicholls, ইরানের রাষ্ট্রদূত Mansour Chavoshi ও নেপালের রাষ্ট্রদূত Ghanshyam Bhandari সাক্ষাৎ করেন।

 কানাডার হাইকমিশনার Dr. Lilly Nicholls এর সাথে আলাপকালে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য নতুন পণ্য ও নতুন রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণে নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। বাংলাদেশ কানাডায় ঔষধ, বাই-সাইকেল রপ্তানি করতে আগ্রহী বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

 কানাডার হাইকমিশনার Dr. Lilly Nicholls প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করে জানান, কানাডা ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি কানাডা থেকে ক্যানোলা তেল রপ্তানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া অপচনশীল দ্রব্য যেমন ফলের রস (জুস), শুকনো ফল (ড্রাই ফ্রুট) নিয়ে কানাডা’র বিশেষ চাহিদার কথা জানান।

 সাক্ষাৎকালে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু ইরানের রাষ্ট্রদূতকে জানান, ইরানের সাথে বাণিজ্যে অর্থ লেনদেন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে আলাপপূর্বক বিষয়টি সহজ করার আহ্বান জানান।

 এরপর বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে নেপালের রাষ্ট্রদূত Ghanshyam Bhandari বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহ জানান। সে সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দু’দেশের মধ্যে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করার আহ্বান জানান।

#

আসিফ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার

 ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। এ সময় ১২৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার

৭৯৭ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯২০

বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায়

**সুলতানগঞ্জ পোর্ট অব কল এবং সুলতানগঞ্জ-মায়া নৌপথে নৌযান যাত্রার উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

গোদাগাড়ী (রাজশাহী, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাদেশ ও ভারত অভ্যন্তরীণ নৌপথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (পিআইডব্লিউটিটি) এর আওতায় আজ রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সুলতানগঞ্জে ‘সুলতানগঞ্জ পোর্ট অব কল’ এবং ‘সুলতানগঞ্জ-মায়া’ নৌপথে নৌযান যাত্রার উদ্বোধন করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী, সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ এবং বিআইডব্লিউটিটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জনগণ দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিচ্ছে বলে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন যদি না হতো তাহলে উন্নয়নের চাকা ৭৫ এর মত উল্টোদিকে ঘুরে যেতো। এই নির্বাচন অর্থবহ, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, শেখ হাসিনার ডাইনামিক নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ নির্মিত হচ্ছে। সুলতানগঞ্জ হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কারো সাথে বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, এ নীতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় চলে গেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকে বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। সৌদি আরবসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য একটি মহল তৎপর ছিল।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিটিএ) চেয়ারম্যান কমোডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফার সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী এবং বিআইডব্লিউটিটিএ’র সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মোঃ সেলিম ফকির।

#

জাহাঙ্গীর/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯১৯

**পাঁচ বছরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে সরকারের রাজস্ব আয় ২৩৫ কোটি টাকা**

রংপুর, ২৯ মাঘ, (১২ ফেব্রুয়ারি):

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের স্থলবন্দর থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ২৩৫ কোটি ৯২ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ স্থলবন্দর থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ৬৪ কোটি ৭ লাখ টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা বেশি। এছাড়া, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ বন্দর থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ৬৪ কোটি ৭ লাখ টাকা, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয় ৬১ কোটি ১৪ লাখ টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে ২০১৯-২০২০ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ বন্দর থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে যথাক্রমে ২১ কোটি ৬৪ লাখ ও ২৫ কোটি ৭৩ হাজার টাকা।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় স্থলবন্দর। ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে বিপুল সম্ভাবনা জাগিয়েছে এই বন্দর। গত কয়েক বছরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে আমদানি-রপ্তানি বেড়েছে। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় পাথর। পাথর ছাড়াও মেশিনারিজ, ডাল, চাল, ভুট্টা, প্লাস্টিক দানা, আদাসহ বিভিন্ন পণ্য এ স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি করা হয়। এই স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি হওয়া পণ্যের মধ্যে রয়েছে আলু, ব্যাটারি, কোমল পানীয়, গার্মেন্টস সামগ্রী, ক্যাপ, সাবান, বিস্কুট, চানাচুর, জুস, কাচ, পাট ও পাটজাত পণ্য প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের মাধ্যমে নেপালের সঙ্গে প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। এরপর ২০১১ সালে এ বন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে শুরু হয় ব্যবসা-বাণিজ্য। ২০১৬ সালে এই বন্দরে ইমিগ্রেশন চালু হয়। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি ভুটান থেকে পাথর আমদানির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ স্থলবন্দরের চতুর্দেশীয় ব্যবসা কার্যক্রম।

#

মামুন/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৪২৪ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯১৮

**হাইওয়ে পুলিশ সেবা সপ্তাহ** **উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি হাইওয়ে পুলিশ ‘সেবা সপ্তাহ ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সার্বক্ষণিক আইন শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের নিরাপত্তায় নিয়োজিত হাইওয়ে পুলিশ ‘সেবা সপ্তাহ ২০২৪’ পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি হাইওয়ে পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও বীরত্বের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অকুতোভয় বীর পুলিশ সদস্যরা গড়ে তুলেছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক বীর পুলিশ সদস্যদেরকে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম একজন নারী পুলিশ অফিসারকে জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। সে সময় আমরা পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি করি, ঝুঁকি ভাতা প্রদান শুরু করি, দ্বিগুণ রেশন প্রদান করি এবং পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করি। জনবান্ধব পুলিশ প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০০ সালে পুলিশ স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে গত ১৫ বছরে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন পদ সৃজন করে জনবল নিয়োগ করেছি। তাছাড়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ট্যুরিস্ট, নৌ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, এন্টি টেররিজম ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটসহ বেশ কয়েকটি রেঞ্জ ও মেট্রোপলিটন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ পুলিশকে একটি অত্যাধুনিক ও পেশাদার বাহিনীতে রূপান্তরিত করেছি। আমরা জাতীয় জরুরি সেবায় ৯৯৯ ইউনিট গঠন করেছি। আমরা নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক চালু করেছি; বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে পুলিশ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি।

হাইওয়ে পুলিশকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে আমরা ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট নির্মাণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও জনবল বৃদ্ধি করেছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সার্বক্ষণিক নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড হতে চট্টগ্রাম সিটিগেইট পর্যন্ত ২৫০ কিলোমিটার এলাকায় অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সহকারে সিসিটিভি মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে মহাসড়কে দুর্ঘটনা, প্রাণহানি হ্রাস পাবে ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি পরিবহনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে দেশের রপ্তানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

 হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা অব্যাহতভাবে মাদক ও মানব পাচার রোধসহ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে নিয়োজিত আছেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা সততা, নিষ্ঠা ও মানবিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশকে জাতির পিতার প্রত্যাশিত ‘জনগণের পুলিশ’ হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ। আমি হাইওয়ে পুলিশ ‘সেবা সপ্তাহ ২০২৪’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহান/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২২৫ ঘণ্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯১৭

**বিশ্ব বেতার দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেতারের শিল্পী, কলাকুশলী, শ্রোতা ও সম্প্রচারকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বেতার দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য ‘শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining and Educating)’ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশ বেতার সূচনাকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখে আসছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তি সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা পালন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ তৎকালীন স্বৈরশাসকের বাধা উপেক্ষা করে ৮ মার্চ বেতারেই প্রচার করা হয়, যা মুক্তিকামী বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বাংলাদেশ বেতার এদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় এবং দেশ ও জনগণের উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রণয়ন করেছে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯’। এছাড়াও প্রণয়ন করা হয়েছে ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪’। বেসরকারি খাতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও। ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে অডিও ভিজ্যুয়ালসহ ইলেকট্রনিক যোগাযোগে এসেছে নতুন মাত্রা। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে অ্যাপ এবং ওয়েব ব্রডকাস্ট-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের শ্রোতার কাছে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বেতারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

 স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমার- প্রত্যাশা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ বেতার প্রযুক্তির বিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সম্পৃক্ত করবে।

আমি ‘বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১২৪৪ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯১৬

**বিশ্ব বেতার দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘বিশ্ব বেতার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রোতামণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শব্দশক্তি ব্যবহার করে জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে জনপ্রিয় গণমাধ্যম বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতে শতাব্দীপ্রাচীন এ গণমাধ্যমের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। প্ৰত্যন্ত ও দুর্গম প্রান্তে জরুরি বার্তা, নানামুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনেও বেতার সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রেক্ষিতে বিশ্ব বেতার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining and Educating)’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বেতার দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম গণমাধ্যম। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে বাংলাদেশ বেতার প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান জনমত গঠনের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বেতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, গুজব ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু, করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ বেতার সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/রবি/রাসেল/শামীম/২০২৪/১২৩৯ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯১৫

**কৃষিবিদ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘কৃষিবিদ দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“কৃষিবিদ দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল কৃষিবিদকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কৃষিই বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রাণ। মানব সভ্যতার সৃষ্টি থেকেই মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনোত্তরকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও কৃষির উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সরকারি চাকুরিতে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করার ঘোষণা দেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও কৃষির উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীন দেশের প্রথম বাজেটে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রেখেছিলেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। ফলশ্রুতিতে আমরা এখন দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলমূলসহ মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম ইত্যাদির ব্যাপক উৎপাদন জাতীয় পর্যায়ে দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করেও কৃষিজাত পণ্য বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এই চাহিদা পূরণে কৃষি বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবন, উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদনে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষক ও খামারিসহ সকলকে সচেতন হতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক যন্ত্রপাতি তথা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং লাভজনক কৃষিতে রূপান্তরের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। আমি আশা করি, কৃষিবিদগণ তাদের জ্ঞান, মেধা ও শ্রম দিয়ে ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে কার্যকর অবদান রাখবেন।

আমি ‘কৃষিবিদ দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ